স্মৃতিতে অমর
প্রফেসর আবদুল কাদের

মিয়া মো: জুনায়েদ আমিন মানী

গত জুলাই ২০১২ ছিল প্রফেসর আবদুল কাদেরের নবম মৃত্যুবার্ষিকী। সঙ্গত কারণে বলতেই হয়, প্রফেসর আবদুল কাদের ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু আবদুল কাদেরদের মতো মানুষ স্মৃতিতে অমর। এদের মৃত্যু নেই। এরা কাজের মধ্যে শিক্ষাঙ্গনে, কর্মশালায় ও সর্বোপরি আমাদের মাঝে বেঁচে থাকেন। বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে, অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজে প্রফেসর আবদুল কাদেরের নাম নীরবে-নিভৃতে উচ্চারিত হয় সমাজ সচেতন সব মানুষের মুখে। তিনি যেনো সবাইকে হাতছানি দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে বলছেন। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ পথ তিনি দেখিয়ে গেছেন দেশ ও সমাজকে।

কমপিউটারকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। তার সম্পর্কে যারা জানেন, তারা নিঃসন্দেহে প্রফেসর আবদুল কাদেরকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মর্যাদার স্তরে স্থান দেবেন। বিজ্ঞানমনস্ক এই ক্ষণজন্মা মানুষটিকে খুব কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা হলেও পেশাগত জীবনে ছিলেন অতি সৎ ও সাহসী। সহকর্মীদের প্রিয় পাত্র প্রফেসর আবদুল কাদের একটু বেশি আগেই যেনো চলে গেলেন। সদালাপী প্রচন্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রফেসর কাদের এ দেশকে কী দিয়ে গেলেন, দেশবাসীর কাছ থেকে কী পেয়েছেন, সে অঙ্ক কষা দরকার নেই। দেশের প্রতি তার ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। অসামান্য দেশপ্রেম ছিল তার মাঝে। কিভাবে সরকারি অফিস-আদালতে কমপিউটারের ব্যবহার ব্যাপকতর করা যায়, সে বিষয়ে তিনি রীতিমতো আন্দোলন চালিয়ে গেছেন অনবরত। মনে পড়ে, তিনি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকারের কাছে এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন। আইটি ও সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যাপারে তিনি সরকারকে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি সে সময় সরকারের কোনো সহযোগিতাই পাননি। তবু তিনি থেমে থাকেননি। তিনি 'কমপিউটার জগৎ' পত্রিকাটি নিয়ে রীতিমতো যুদ্ধে নেমে গেলেন। তার তাগিদ ছিল, উন্নত দেশের মতো আমাদের দেশ কমপিউটারের মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি স্তরে অর্থাৎ বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায়-বাণিজ্য শিল্প-সাহিত্যসহ সবক্ষেত্রে কমপিউটার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। নিজের দুই ছেলেসহ আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদেরকে সংশ্লিষ্ট করলেন এ কাজে। তার দুই ছেলে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী। তাদের কর্মজীবন এক্ষেত্রেই। অধ্যাপক আবদুল কাদের নৌকা ও ভ্যানগাড়িতে করে কমপিউটার নিয়ে গ্রামগঞ্জের ছাত্রছাত্রীদের প্রদর্শন করতেন। তাদের বলতেন, আমাদের সাহসিকতার সাথে বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে প্রতিযোগিতা

করে যেতে হবে। বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির যুগে কমপিউটার ছাড়া আমাদের জীবন অচল হয়ে পড়বে। সে কথাটি জাতিকে জানাতে তিনি ভোলেননি। কমপিউটার জগৎকে হাতিয়ার করে তিনি পৌঁড়ামির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। প্রতিটি ঘরে কমপিউটার পৌঁছে দেয়া-এ মহান কাজে ব্রতী হয়ে সারাদেশ চষে বেড়িয়েছেন প্রফেসর আবদুল কাদের।

প্রফেসর আবদুল কাদের অনেক আইটি লেখক সৃষ্টি করেছেন। কমপিউটার জগতে বিশিষ্ট লেখক-গবেষকরা বিজ্ঞান প্রযুক্তির ওপর লিখে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পেরেছেন। বাংলা ভাষায় এই পত্রিকাটি পেয়েছে বিশ্বমানের অসামান্য মর্যাদা। কমপিউটারের ওপর প্রথম নিয়মিত বাংলা পত্রিকা। প্রফেসর আবদুল কাদেরকে একুশে পদক প্রদান করা হয়নি। মরণোত্তর একুশে পদকের কথা বিজ্ঞজনেরা অনেকেই বলে থাকেন। তবে কেনো দাবিদারদের আশা পূরণ হচ্ছে না, তা না হয় না-ই বললাম। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে প্রফেসর আবদুল কাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে তার যথাযোগ্য জাতীয় স্বীকৃতি হয়তো দিতেন। যাক সেটা বড় কথা নয়। প্রফেসর আবদুল কাদের দেশ থেকে কী পেলেন সে হিসাব কষে তাকে খাটো করতে চাই না। তিনি দেশ ও জাতিকে কী দিলেন এবং আরো কী দিতে চেয়েছিলেন, সেটাই এ দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিচার করবে-সে আশা অযৌক্তিক নয়।

প্রফেসর আবদুল কাদের ছোটদের খুব ভালো বাসতেন। তার পকেটে সব সময় চকলেট থাকত। ছোটদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়ানোর জন্য লটারি করে তাদের মধ্যে চকলেট বণ্টন করতেন, গল্প করতেন, ছোটদের সাথে তাদের মতো দুষ্টুমি করতেন। আর প্রকৃত মানুষ কিভাবে হতে হয়, সে সব গল্পের ছলে বলতেন। প্রফেসর আবদুল কাদের বেঁচে থাকলে বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন আরো একধাপ এগিয়ে যেত বলে অনেকেই মনে করেন।

আমাদের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা, শ্রদ্ধা তার প্রতি। সমগ্র দেশের মানুষের দোয়ায় আল্লাহ রাব্বুল আল-আমিন তাকে জান্নাতবাসী করুন এই কামনা করছি।